মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৭৭

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ১০. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - কুরবানীর দিনের ভাষণ, আইয়্যামে তাশরীক্বে পাথর মারা ও বিদায়ী তাওয়াফ করা

আরবী

وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَن أَبِيه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة: أَن يرملوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

বাংলা

২৬৭৭-[১৯] আবুল বাদ্দাহ ইবনু 'আসিম ইবনু 'আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চালকদেরকে মিনায় রাত যাপন না করার এবং কুরবানীর তারিখে (জামারাতুল 'আক্বাবায়) পাথর মারতে এবং তারপর কুরবানী দিনের পর দুই দিনের পাথর একদিনে মারতে অনুমতি দিয়েছিলেন। (মালিক, তিরমিযী, নাসায়ী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাউদ ১৯৭৫, ৯৫৫, নাসায়ী ৩০৬৯, ইবনু মাজাহ ৩০৩৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৩৮, আহমাদ ২৩৭৭৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৪৫৩, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৭৫৯, ইরওয়া ১০৮০।

-

[বিঃ দ্রঃ এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই (وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ)]

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (وَعَنْ أَبِيْ الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ) বর্ণনাকারীর নাম আবুল বাদ্দাহ বিন 'আসিম বিন 'আদী ইবনুল জাদ্দ ইবনুল 'আজলান বিন হারিসাহ্ বিন যবী'আহ্ আল কুযা'ঈ আল বালাবী, তারপর আল আনসারী তিনি বানী 'আমর

বিন ‘আওফ গোত্রের নেতা ছিলেন, তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন।

‘আল্লামা ওয়াক্বিদী (রহঃ) ‘‘আবুল বাদ্দাহ’’ হলো তার উপাধী। এ উপাধীই বেশি প্রসিদ্ধ আর তার কুন্‌ইয়্যাতী তথা উপনাম হলো আবূ ‘আমর। ঠিক এমনইভাবে ‘আলী বিন মাদিনী ও ইবনু হিব্বানও বলেছেন তার উপনাম হলো আবূ ‘আমর।

আবার কেউ কেউ বলেছেন তার উপনাম আবূ বাকর, আবার কেউ কেউ বলেছেন তার উপনাম আবূ ‘আমর। বলা হয়ে থাকে তার নাম ‘আদী, তিনি ১১৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এটাই অধিকাংশের মতামত, আবার কেউ কেউ বলেছেন তার মৃত্যু ১১০ হিজরীতে হয়েছিল। ইবনু ‘আবদুল বার তার ‘‘আল ইস্তি‘আব’’ নামক কিতাবে বলেন, তিনি কি সাহাবী ছিলেন না তাবি‘ঈ ছিলেন- এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশেরা বলেছেন তিনি সাহাবী ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদের জন্য আইয়্যামে তাশরীক্বে মিনায় রাত্রিযাপনের বিধানের ক্ষেত্রে ঢিল দিয়েছিলেন কারণ তারা তাদের উট রক্ষণাবেক্ষণের কর্মে লিপ্ত ছিল আর তারা যদি মিনায় রাত্রিযাপন করে তাহলে তাদের মালামাল নষ্ট যাওয়ার আশংকা ছিল। মিনায় রাত্রিযাপন ওয়াজিব নাকি সুন্নাত- এ ব্যাপারে মতভেদ ইমামদের উক্তিসহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আহলে সিকায়াহ্ ও রাখালদের জন্য মিনায় রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে ছাড় আছে যে, এ ব্যাপারে সব ‘আলিমের মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে যে, এ সুযোগ কি শুধুমাত্র রাখাল ও আহলে সিক্বায়ার জন্য নির্দিষ্ট নাকি এ জাতীয় যত ব্যক্তি আছে যেমন অসুস্থ অথবা অন্য কোন ব্যস্ততায় যিনি ব্যস্ত থাকবেন তাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত?

(أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ) অর্থাৎ- জামারায়ে ‘আক্বাবায়ে তারা অন্যান্য সকল হাজীদের মতো কংকর নিক্ষেপ করবেন।

‘আল্লামা বাজী (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে জানিয়ে দিলেন যে যারা রাখালী ও পানি পান করানোর দায়িত্বে ব্যস্ত থাকবেন তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করবেন এক্ষেত্রে কোন শিথিলতা করা হবে না।

(ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ) অর্থাৎ- এখানে ১১ ও ১২ তারিখের কথা বলা হয়েছে।

(فَيَرْمُوْهُ) এটাই মিশকাত ও মাসাবীহের বর্ণনা তবে তিরমিযীতে (فَيَرْمُوْهُ) রয়েছে এবং এটাই রয়েছে মুসনাদে আহমাদ ও ইবনু মাজাহতে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57237

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন